# ড. আজাদ ও দেশ

মখদুম আজম মাশরাফী

সাহিত্যে সবর্ত্রচারী সব্যসাচী লেখক আলাউদ্দিন আল আজাদ সম্প্রতি মহাপ্রয়ান করেছেন। পরিনত বয়সে হলেও সাহিত্যজগতে তাঁর স্থান শূন্য হয়ে রইল।তিনি আমাদের ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন যখন আমি সে কলেজের উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র। সে তখন ১৯৭৩ সাল। স্বাধীনতা উত্তর অস্থির উত্তেজনার দেশে তখন শিক্ষকের ভূমিকা ছিল একটি ঝুকিপূর্ন গুরুদায়ীত্বের বিষয়। খান আতার "আবার তোরা মানুষ হ' " যাঁরা দেখেছেন সেই ক্রান্তিকালের খন্ডচিত্র তাঁদের মনে থাকবে। নানা বিষয়ে তাঁর কক্ষে যখনই গিয়েছি দেখেছি সেই সৌম্য, শান্তস্বভাবী মানুষটিকে। তাঁকে দেখলে মনে হত গ্রীক কোন বীরের সেই কোকড়ানো ঝাকড়া লম্বা চুল, আয়ত চোখ জোড়া আর বিশিষ্ট একটি নাক। তাঁর সম্পর্কে আমার প্রথম পাঠ যখন উত্তরবাংলার সীমান্তবর্তী আমাদের মফস্বল শহর ডোমারে আমি স্কুল ছাত্র। ৫৩ সালে প্রকাশ সেই বিখ্যাত "একুশে সংকলন" থেকে তার 'স্মৃতির মিনার ভেঙ্গেছে... কবিতাটি আমি মুখস্ত করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেছিলাম। যে বইগুলো আমাদের পথিকৃতের মত পথ দেখাতো সেগুলোর মধ্যে এ সংকলনটি ছিল বিশিষ্ট। সত্যেন সেনের "গ্রাম বাংলার পথে পথে" বইটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানবেন ডোমারের সদাজাগ্রত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কথা। তেভাগা আন্দোলনের অগ্নিঝরা দিনগুলির কথা। সেই ডোমারের বিপ্লবী পরিবেশে খুব স্বাভাবিক ছিল দেশের উত্তপ্ত রাজনীতির দোলায় আন্দোলিত হওয়া। '৫২ সাল আমি দেখিনি। কিন্তু ষাঠের দশকের ক্রমাগত আন্দোলনমালা, তারপর তুমুল ৬৯, ৭০ আর ৭১ এর উত্তাপে প্রতিদিন ডিম ভেঙ্গে জন্ম নিত নতুন নতুন চেতনা। স্বপ্নভঙ্গের পাকিস্তানে সে অগ্নিবীজ বপন করেছিলেন যে কজন দুঃসাহসী প্রান তাদের মধ্যে আলাউদ্দিন আল আজাদ ছিলেন অন্যতম।

সব্যসাচী বলতে যা বোঝায় প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন তাই। সবারই জানা যে ড.আজাদ সাহিত্য ভূবনের কবিতা, ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রায় প্রতিটি দিগন্তে তাঁর বর্নিল পতাকা উড়িয়েছেন। এই বহুমূখী পারঙ্গম তাঁকে পৌছে দিয়েছে সব ধারার পাঠপিপাসুর কাছে। অথবা বলা যায় তিনি সবার দরোজায় কড়া নেড়েছেন।আমাদের সাহিত্য ভঙ্গিমায় যে স্বাতন্ত্র সে কথা পূর্ববাংলার কিছু কিছু কলকাতাকেন্দ্রিক বশংবদদের তিনি ঝাকুনি দিয়ে আপন আত্মগরিমার কথা স্বরন করিয়ে দিয়েছেন। আবার সে কালে পাকিস্তানী পরাশাসনের বিরুদ্ধে কথা বলা মানেই ছিল ভারতপ্রেমিতার কালিমালিপ্ত হওয়া। কিন্তু ড.আজাদ ও সে সংকলনের সব লেখকই পূর্ববাংলার স্বকীয় সাহিত্য সংস্কৃতি শক্তির উদ্বোধনই শুধু করেন নি, লেখকের যে রাজনৈতিক-সামাজিক দায়ীত্ব আছে তাও সুস্পষ্ট করেছেন, পালন করে দেখিয়েছেন।

যাহোক, সীমান্তবর্তী ডোমারে যখন একাত্তরে প্রতিরোধের মূহুর্ত এলো আমরা কিশোর তরুন বৃদ্ধ সবাই অনিবার্য্য ভাবে জড়িয়ে পড়লাম সে সংগ্রামে। ৭ই মার্চ ছড়িয়ে দিল প্রতিরোধ আর স্বাধীনতার ডাক। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর মুক্ত বল্লম নিয়ে গ্রামে গ্রামে শুরু হল প্রাথমিক সামরিক প্রশিক্ষন। ২৩ শে মার্চ ভাসানীর ডাকে গ্রামে গ্রামান্তরে উড়লো স্বাধীন বাংলার পতাকা।৭ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ উত্তেজনা, প্রস্তুতি আর প্রতীক্ষার। ২৫ মার্চের হত্যাযজ্ঞের পর শুরু হল ব্যরিকেড। প্রধান সব সড়কে বড় গাছ অথবা ট্রেন্চ কেটে রাখলাম। রেললাইন তুলে ফেললাম আমরা। পাকিস্তানী পতাকা পুড়লো হাটে বাটে। প্রাথমিক প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়লে শুধুমাত্র আমার এলাকার ১৩৫ জন কিশোর তরুন হয়ে উঠলাম মুক্তিবাহিনী।

মুক্ত স্বদেশে ঢাকা কলেজে যখন শ্রদ্ধেয় আজাদকে অধ্যক্ষ হিসেবে পাই তখন স্বভাবতই শিহরন খেলে গেল মনে।এই মহান মানুষটির সান্নিধ্য জাগালো হাজারো বিগত স্মৃতি। তাকে শিক্ষক হিসেবে পেয়ে অন্তঃস্থিত আনন্দের ফোয়ারা বইলো। আজ 'তিনি নেই'। কে বলে তিনি নেই। সৃষ্টিশীল আর সাহসী মননের মানুষের মৃত্যু নেই। ড. আজাদ পরম শ্রদ্ধায় আসীন থাকবেন আমার মত অসংখ্য প্রানের নিবিড় গভীরে। তার প্রতীতি, তার চেতনা,তার দৃঢ়তা, তার দেয়া শিক্ষা অনিবার্ণ দীপশিখা হয়ে প্রান থেকে প্রানে ছড়িয়ে যাবে প্রতিদিন।

পার্থ
১৬ জুলাই ২০০৯